



১৭ ঘণ্টা পর দাফন সাঈদীর মামলার বাদী মানিক পশারীর



ছবি: সংগৃহীত

পিরোজপুরে জামায়াত নেতাকর্মী ও স্থানীয়দের বিরোধিতার মুখে মরদেহ নিয়ে তৈরি হয় জটিলতা। পরে পুলিশের নিরাপত্তায় মৃত্যুর প্রায় ১৭ ঘণ্টা পর দাফন করা হয়েছে দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার বাদী ও রাষ্ট্রপক্ষের অন্যতম প্রধান সাক্ষী মানিক পশারীকে।

রোববার (২৪ অক্টোবর) রাত ২টার দিকে পিরোজপুর সদর উপজেলার শংকরপাশা ইউনিয়নের চিতলিয়া গ্রামে নিজ বাড়িতে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়। এ সময় পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে শনিবার সকাল ১০টার দিকে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় মারা যান ৮৭ বছর বয়সী মানিক পশারী। দুপুরে তাঁর মরদেহ পিরোজপুর সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে পৌঁছালে সেখানে জামায়াতের নেতাকর্মী ও স্থানীয়দের বিরোধিতার মুখে পড়েন স্বজনরা। পরে পুলিশ মরদেহটি সরিয়ে পুলিশ লাইনসে নিয়ে যায়। বিকেল ৫টার দিকে গার্ড অব অনার দেওয়ার পর সেখানেই নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয় মরদেহ।

রাত ১টার দিকে সদর থানা-পুলিশের সহায়তায় মরদেহ বাড়িতে নেওয়া হয়। এক ঘণ্টা পর দাফন সম্পন্ন হয়। কবরের পাশে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শরিফুল ইসলাম।

পিরোজপুর জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, মরদেহ দাফনে তাঁদের দলের নেতাকর্মীরা বাধা দেননি। বরং পুলিশকে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা।

মানিক পশারী পিরোজপুর সদর উপজেলার চিতলিয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার বাদী ও রাষ্ট্রপক্ষের অন্যতম প্রধান সাক্ষী ছিলেন। ২০২৪ সালের আগস্টে গণঅভ্যুত্থানের পর তিনি যশোর ও গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় মেয়ের জামাতার বাড়িতে আশ্রয় নেন। গত দুই মাস ধরে অসুস্থ থাকার পর তাঁর মৃত্যু হয়।